শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি

সংক্ষিপ্ত আকার

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

শ্রীরাধার ভাবে যিনি স্থবর্ণ বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-ধারায়
শ্রীবৃন্দাবনধমরজঃপ্রাপ্ত পরম পূজ্যপাদ
শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তিত

শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি

সংক্ষিপ্ত আকার

শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ন্যাসীকুল-মুকুটমণি
সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের
কৃপানির্দ্দেশে
সঙ্কলিত
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের
সেবাইত-আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
সম্পাদিত

বর্ত্তমান-সভাপতি-আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের
তত্ত্বাবধানে
নবদ্বীপ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকমল ত্যাগী মহারাজ

অলঙ্করণ
মহামন্ত্র দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ
১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি

মঠ কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
সি.ডি.সি. প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ রাধানাথ চৌধুরী রোড্, কলিকাতা ৭০০০১৫

সূচীপত্র

জয় ধ্বনি ৯

আরতি ১২

পরিক্রমা ২৫

বন্দনা ৩১

সকাল ৩৫

সন্ধ্যা ৪২

বৈষ্ণব ৪৪

নিতাই ৪৭

গৌরাঙ্গ ৫২

কৃষ্ণ ৫৮

প্রার্থনা ৬৫

উপদেশ ৭১

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ ৭৪

শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রম্ ৭৭

বিশেষ উপলক্ষ ৯৫

নিয়মাবলী ১০৫

পদসূচী ১১৩

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

ভগবান্
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জয় ধ্বনি

জয় সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর
জীউ কী জয় !
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ কী জয় !
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী
মহারাজ কী জয় !
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী
মহারাজ কী জয় !
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী ভগবান্ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর কী জয় !
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস
বাবাজী মহারাজ কী জয় !
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয় !

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস
বাবাজী মহারাজ কী জয় !
শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কী জয় !
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কী জয় !
শ্রীনরোত্তম শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু-ত্রয় কী জয় !
শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কী জয় !
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কী জয় !
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস
রঘুনাথ, ষড়-গোস্বামী প্রভু কী জয় !
শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ কী জয় !
নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কী জয় !
শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীগৌরশক্তিবর্গ
কী জয় !
প্রমসে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়!
সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কী জয় !
সপার্ষদ শ্রীমন মহাপ্রভু কী জয় !
অন্তর্দ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয় !
শ্রীপুরুযোত্তমধাম কী জয় !

বলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ জীউ কী জয় !
শ্রীবৃন্দাবনধাম কী জয় !
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গোপ-গোপী শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড
গিরিগোবর্দ্ধন কী জয় !
গঙ্গা যমুনা কী জয় !
ভক্তিদেবী বৃন্দাদেবী তুলসীদেবী কী জয় !
গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতম্ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কী জয় !
আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয় !
তদীয় শাখা মঠসমূহ কী জয় !
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ কী জয় !
বিশ্বব্যাপী তদীয় শাখা মঠ কী জয় !
অনন্তকোটী বৈষ্ণববৃন্দ কী জয় !
সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ কী জয় !
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন কী জয় !
নিতাই গৌর প্রেমানন্দে ! হরিবোল !

আরতি

শ্রীগুরু-আরতি

জয় জয় গুরুদেবের আরতি উজ্জ্বল।
গোবর্দ্ধন-পাদপীঠে ভুবন-মঙ্গল ॥১॥

শ্রীভক্তিসুন্দর দেব প্রভু শিরোমণি।
গোস্বামী গোবিন্দ জয় আনন্দের খনি ॥২॥

আজানুলম্বিত ভুজ দিব্য কলেবর।
অনন্ত প্রতিভা ভরা দিব্য গুণধর ॥৩॥

গৌর-কৃষ্ণে জানি তব অভিন্ন স্বরূপ।
সংসার তরিতে এবে শুদ্ধভক্তরূপ ॥৪॥

রূপানুগ-ধারা তুমি কর আলোকিত।
প্রভাকর সম প্রভা ভুবন-বিদিত ॥৫॥

শুদ্ধ ভক্তি প্রচারিতে তোমা সম নাই।
অকলঙ্ক ইন্দু যেন দয়াল নিতাই ॥৬॥

উল্লসিত বিশ্ববাসী লভে প্রেমধন ।
আনন্দে নাচিয়া গাহে তব গুণগণ ॥৭॥

স্থাপিলা আশ্রম বহু জগত মাঝারে ।
পারমহংস-ধর্ম্ম-জ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে ॥৮॥

চিন্ত্যাচিন্ত্য-বেদজ্ঞানে তুমি অধিকারী ।
সকল সংশয় ছেত্ত্বা সুসিদ্ধান্তধারী ॥৯॥

তোমার মহিমা গাহে গোলোক মণ্ডলে ।
নিত্য-সিদ্ধ পরিকরে তব লীলাস্থলে ॥১০॥

পতিতপাবন তুমি দয়ার সমীর ।
সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ সত্য-সুগম্ভীর ॥১১॥

অপূর্ব্ব লেখনী ধারা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ।
সদা হাস্য মিষ্ট ভাষী সুশীল কবিত্ব ॥১২॥

সাধুসঙ্গে সদানন্দী সরল বিনয়ী ।
সভা মধ্যে বক্তা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র বিজয়ী ॥১৩॥

গৌড়ীয় গগনে তুমি আচার্য্য-ভাস্কর ।
নিরন্তর সেবাপ্রিয় মিষ্ট কণ্ঠস্বর ॥১৪॥

তোমার করুণা মাগে ত্রিকাল বিলাসে।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবামাত্র আশে ॥১৫॥

কৃপা কর ওহে প্রভু শ্রীগৌর-প্রকাশ।
আরতি করয়ে সদা এ অধম দাস ॥১৬॥

∞

শ্রীগুরু আরতি-স্তুতি

জয় 'গুরু-মহারাজ' যতিরাজেশ্বর।
শ্রীভক্তিরক্ষক দেবগোস্বামী শ্রীধর ॥১॥

পতিতপাবন-লীলা বিস্তারি' ভুবনে।
নিস্তারিলা দীনহীন আপামর জনে ॥২॥

তোমার করুণাঘন মুরতি হেরিয়া।
প্রেমে ভাগ্যবান জীব পড়ে মুরছিয়া ॥৩॥

সুদীর্ঘ সুপীব্য দেহ দিব্য-ভাবাশ্রয়।
দিব্যজ্ঞান-দীপ্তনেত্র দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ॥৪॥

সুবর্ণ-সূরজ-কান্তি অরুণ-বসন।
তিলক, তুলসীমালা, চন্দন-ভূষণ ॥৫॥

অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গশোভা করে ঝলমল।
ঔদার্য্য-উন্নতভাব মাধুর্য্য-উজ্জ্বল ॥৬॥

অচিন্ত্য প্রতিভা, স্নিগ্ধ, গম্ভীর, উদার।
জড়জ্ঞান-গিরিবজ্র দিব্য-দীক্ষাধার ॥৭॥

গৌর-সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রসের আশ্রয়।
"দয়াল নিতাই" নামে নিত্য প্রেমময় ॥৮॥

সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরধামে নিত্য-পরকাশ।
গুপ্ত-গোবর্দ্ধনে দিব্য-লীলার বিলাস ॥৯॥

গৌড়ীয়-আচার্য্য-গোষ্ঠী-গৌরব-ভাজন।
গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তমণি কণ্ঠ-বিভূষণ ॥১০॥

গৌর-সরস্বতী-স্ফূর্ত্ত সিদ্ধান্তের খনি।
আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ-চিন্তামণি ॥১১॥

একতত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য-নবভাব।
সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য, এসব প্রভাব ॥১২॥

তোমার সতীর্থবর্গ সবে একমতে।
রূপ-সরস্বতী ধারা দেখেন তোমাতে ॥১৩॥

তুলসীমালিকা হস্তে শ্রীনাম-গ্রহণ।
দেখি' সকলের হয় 'প্রভু' উদ্দীপন ॥১৪॥

কোটীচন্দ্র-সুশীতল ওপদ ভরসা।
গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দলীলামৃত-লাভ-আশা ॥১৫॥

অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রকাশ।
সানন্দে আরতি স্তুতি করে দীন দাস ॥১৬॥

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)

মঙ্গল-আরতি

কলি-কুক্কুর-কদন যদি চাও হে।
কলিযুগ-পাবন কলিভয়-নাশন
শ্রীশচী-নন্দন গাও হে ॥১॥

গদাধর-মাদন নিতাই-এর প্রাণধন
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাই বিশ্বম্ভর শ্রীনিবাস-ঈশ্বর
ভক্তসমূহ-চিত্তচোরা ॥২॥

নদীয়া-শশধর মায়াপুর-ঈশ্বর
নাম-প্রবর্ত্তন শূর।

গৃহীজন-শিক্ষক ন্যাসিকুল-নায়ক
মাধব-রাধাভাবপূর ॥৩॥

সার্ব্বভৌম-শোধন গজপতি-তারণ
রামানন্দ-পোষণ বীর ।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন সনাতন-পালন
হরিদাস-মোদন ধীর ॥৪॥

ব্রজরস-ভাবন দুষ্টমত-শাতন
কপটী-বিঘাতন-কাম ।
শুদ্ধভক্ত-পালন শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন
ছলভক্তি-দূষণ রাম ॥৫॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

যশোমতী-নন্দন ব্রজবর-নাগর
গোকুলরঞ্জন কান ।
গোপী-পরাণধন মদন-মনোহর
কালিয়-দমন বিধান ॥১॥

অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা ।
বিপিনপুরন্দর নবীন নাগরবর
বংশীবদন সুবাসা ॥২॥

ব্রজজন-পালন অসুরকুল-নাশন
নন্দ-গোধন-রাখোয়ালা।
গোবিন্দ মাধব নবনীত-তস্কর
সুন্দর নন্দ-গোপালা ॥৩॥

যমুনা-তট-চর গোপী-বসন-হর
রাসরসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধা-বল্লভ বৃন্দাবন-নটবর
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জয় শচী-নন্দন সুর-মুনি-বন্দন
ভবভয়-খণ্ডন জয় হে।
জয় হরিকীর্ত্তন- নর্ত্তনাবর্ত্তন
কলিমল-কর্ত্তন জয় হে ॥১॥

নয়ন-পুরন্দর বিশ্বরূপ স্নেহধর
বিশ্বম্ভর বিশ্বের কল্যাণ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-প্রিয়হিয়া
জয় প্রিয় কিঙ্কর ঈশান ॥২॥

শ্রীসীতা-অদ্বৈত রায় মালিনী-শ্রীবাস জয়
জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য ।
জয় নিত্যানন্দ রায় গদাধর জয় জয়
জয় হরিদাস নামাচার্য্য ॥৩॥

মুরারি মুকুন্দ জয় প্রেমনিধি মহাশয়
জয় যত প্রভু পারিষদ ।
বন্দি সবাকার পায় অধমেরে কৃপা হয়
ভক্তি সপার্ষদ-প্রভুপাদ ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)

শ্রীভোগারতি-গীতি

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি ।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী ॥১॥

"বেলা হ'লো দামোদর, আইস এখন ।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন" ॥২॥

নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী ।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥৩॥

শুক্তা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড ।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাঘণ্ট ॥৪॥

মুদ্গ-বড়া মাষ-বড়া রোটিকা ঘৃতান্ন ।
শঙ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন ॥৫॥

কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার ।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥৬॥

লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডুরসাবলী ।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী ॥৭॥

রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥৮॥

ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল ।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল ॥৯॥

রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে ।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥১০॥

ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥১১॥

হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥১২॥

জম্বুল রসাল আনে তাম্বুল-মশালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥১৩॥

বিশালাক্ষ শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥১৪॥

যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত ॥১৫॥

ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণগুণ গায় ॥১৬॥

হরিলীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় ঠাকুর ভকতিবিনোদ ॥১৭॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিক শোভা।
জাহ্নবী-তট-বনে জগমন লোভা ॥১॥

দক্ষিণে নিতাইচাঁদ বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥২॥

বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে ॥৩॥

নরহরি আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়, মুকুন্দ, বাসুঘোষ আদি গায় ॥৪॥

শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥৫॥

বহু কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥৬॥

শিব, শুক, নারদ প্রেমে গদ-গদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥৭॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীসারস্বত-আরতি

জয়রে জয়রে জয় গৌর-সরস্বতী।
ভকতিবিনোদান্বয় করুণামুরতি ॥১॥

প্রকাশিলে গৌরসেবা ভূবনমঙ্গল।
ভকতিসিদ্ধান্ত শুদ্ধ প্রজ্ঞান উজ্জ্বল॥২॥

রাধা-শ্যাম একতনু দক্ষে গোরা রায়।
বামে রাধ মধ্যে স্বয়ং শ্যাম-গোপ জয়॥৪॥

ব্রজরস নবভাবে নবদ্বীপে রাজে।
উদারে মধুর রাগ অভিনব সাজে॥৪॥

মাধুর্য্য কৈবল্য রাগ ব্রজের নির্য্যাস।
প্রাপ্তি পরাকাষ্ঠা তাহে গৌরাঙ্গ-বিলাস॥৫॥

রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গিকরি' ভাল মতে।
দক্ষিণে আসন রস গরিমা দেখাতে॥৬॥

রাধা-রস-ত্রয়-স্বাদ রহস্য প্রয়াস।
নিরখি প্রফুল্ল রাধা মুখে মন্দ হাস॥৭॥

মধ্যে রহি' বংশীরবে ঘোষে বংশীধর।
"রাধার সম্পদে আমি গৌরাঙ্গসুন্দর! ॥৮॥

মদভীষ্ঠ-রূপ রাধার হৃদয়-মন্দিরে।
গৌরাঙ্গ ভজিলে সুষ্ঠু স্ফূর্ত্তি পায় তারে॥৯॥"

নদীয়া প্রকাশে মহাপ্রভু গৌরনিধি ।
পতিতপাবন দেবে মিলাইল বিধি ॥১০॥

এরূপ আরতি ব্রহ্মা শম্ভু অগোচর ।
গৌরভক্ত কৃপা-পাত্র মাত্র সিদ্ধি সার ॥১১॥

শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ, রূপ, সনাতন ।
শ্রীরঘু, জীবাদি কৃপায় দেখে ভক্তজন ॥১২॥

জয় গুরু-গৌর-রাধা-গোবিন্দসুন্দর ।
জয় দাও ভক্তবৃন্দ নিত্য নিরন্তর ॥১৩॥

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)

পরিক্রমা

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া কর' এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি দীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর'
নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥১॥

সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ' নাথ! যথাযথ।
তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে
অপরাধ হবে হত ॥২॥

কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে, নাথ!
শক্তিবুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর' মোরে আত্মসাথ ॥৩॥

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

উদিল অরুণ পূরব-ভাগে
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে।
ভকত-সমূহ লইয়া সাথে
(গোরা) গেলা নগর ব্রাজে ॥১॥

'তাথই তাথই' বাজল খোল
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল।
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ
(গোরার) চরণে নূপুর বাজে ॥২॥

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি
বলেন বল রে বদন ভরি'।
মিছে নিদবশে গেল রে রাতি
দিবস শরীর সাজে ॥৩॥

এমন দুর্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ।
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত
চরমে পড়িবে লাজে ॥৪॥

উদিত তপন হইলে অস্ত
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত।
তবে কেন এবে অলস হই'
না ভজ হৃদয়রাজে ॥৫॥

জীবন অনিত্য জানহ সার
তাহে নানাবিধ বিপদ-ভার।
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে ॥৬॥

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ।
নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দ ভুবন মাঝে ॥৭॥

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম
জগতে আসি' এ মধুর নাম।
অবিদ্যা-তিমির-তপন-রূপে
হৃদ্-গগনে বিরাজে ॥৮॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥১॥

ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥২॥

তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥৩॥

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥৪॥

ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম (মহা) মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥৫॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া ॥১॥

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥২॥

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥৩॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥৪॥

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা' লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥৫॥

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥৬॥

বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥৭॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী
বৃন্দে মহারাণী নমো নমঃ।
নমোরে নমোরে মাঁইয়া নমো নারায়ণী ॥১॥

যাঁকো দরশে পরশে অঘনাশ হোই।
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি ॥২॥

যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল।
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লেপটানি ॥৩॥

ধন্য তুলসী পূ্রণ তপ কিয়ে।
শ্রীশালগ্রাম-মহাপাটরাণী ॥৪॥

ধূ্প, দীপ, নৈবেদ্য, আরতি।
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি ॥৫॥

ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন।
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি ॥৬॥

শিব শুক নারদ আউর ব্রহ্মাদিক।
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ॥৭॥

চন্দ্রশেখর মাইয়া তেরা যশ গাওয়ে।
ভকতি দান দীজিয়ে মহারাণী ॥৮॥

(শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্য)

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পূজ্য শ্রীগুরুবর্গ-বন্দিত-মহাভাবান্বিতায়াঃ সদা
পৌর্ব্বাপর্য্য-পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য-প্রমূর্ত্তাকৃতেঃ।
ভক্তের্নির্ম্মল-নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরং
বন্দে শ্রীগুরুদেবম্ আনত-শিরা আচার্য্যবর্য্যং নিজম্ ॥

গুর্ব্বাভীষ্টসুপূরকং গুরুগণৈরাশীষসংভূষিতং
চিন্ত্যাচিন্ত্যসমস্তবেদনিপুণং শ্রীরূপপন্থানুগম্।
গোবিন্দাভিধমুজ্জ্বলং বরতনুং ভক্ত্যন্বিতং সুন্দরং
বন্দে বিশ্বগুরুঞ্চ দিব্যভগবৎ-প্রেম্ণো হি বীজপ্রদম্ ॥

দেবং দিব্যতনুং সুচন্দবদনং বালার্কচেলাঞ্চিতং
সান্দ্রানন্দপুরং সদেকবরণং বৈরাগ্য-বিদ্যাম্বুধিম্ ।
শ্রীসিদ্ধান্তনিধিং সুভক্তিলসিতং সারস্বতানাম্বরং
বন্দে তং শুভদং মদেকশরণং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরম্ ॥

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতি বিদিতো গৌড়ীয়-গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাতগগনে যো গৌর-সংকীর্ত্তনৈঃ ।
মায়াবাদ-তিমিঙ্গিলোদরগতানুদ্ধৃত্য জীবনিমান্
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাব্ধিগাহনসুখং প্রাদাৎ প্রভুং তং ভজে ॥

নমো গৌরকিশোরায় ভক্তাবধূত-মূর্ত্তয়ে ।
গৌরাঙ্ঘ্রিপদ্মভৃঙ্গায় রাধাভাবনিষেবিণে ॥

বন্দে ভক্তিবিনোদং শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপকম্ ।
ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞসম্রাজং রাধারসসুধানিধিম্ ॥

গৌরব্রজাশ্রিতাশেষৈর্বৈষ্ণবৈর্বন্দ্যবিগ্রহম্ ।
জগন্নাথপ্রভুং বন্দে প্রেমাব্ধিং বৃদ্ধবৈষ্ণবম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীগান্ধর্ব্বা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্ ।
ব্যাসান্ জগদ্‌গুরূন্ নত্বা ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জয়ঃ সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-
গোবিন্দসুন্দর-পাদপদ্মানাং জয়স্তু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

∞

সকাল

শ্রীশ্রীগুর্ব্বাষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥৩॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-
স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।

কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৪॥

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্য্যলীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৫॥

নিকুঞ্জযূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ-
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৬॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৭॥

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৮॥

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ-সাক্ষাৎ
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥৯॥

(শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি ॥১॥

অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥২॥

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ' — বিশ্বাস পালন ॥৩॥

ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব — বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥৪॥

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥৫॥

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি' ॥৬॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ওহে আমার মূঢ় মন ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজ-বনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥১॥
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(শুদ্ধরাগ-পথ ধরি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)

(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত-গুরু-নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥২॥
(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)
(শ্রীনিবাস হরিদাসে গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ-দ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন করবে রে)
(রূপ-সনাতনে স্মর যদি ভজন করবে রে)

(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥৩॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্বরূপ-রামানন্দে স্মর কৃষ্ণ-প্রেম যদি চাও রে)

(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপুর সেন-শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর স্মর রে)
(গোষ্ঠীসহ সেন-শিবানন্দে অজস্র স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥৪॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)
(রূপানুগ সাধুজনে স্মর ব্রজে বাস যদি চাও রে)

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বিভাবরী-শেষ আলোক-প্রবেশ
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি মুকুন্দ মুরারি
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥১॥

নৃসিংহ বামন শ্রীমধুসূদন
ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন কৈটভ-শাতন
জয় দাশরথি রাম ॥২॥

যশোদা-তুলাল গোবিন্দ গোপাল
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়-জন রাধিকা-রমণ
ভুবন-স্থন্দর-বর ॥৩॥

রাবাণান্তকর মাখন-তস্কর
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল গোপবৃন্দপাল
চিত্তহারী বংশীধারী ॥৪॥

যোগীন্দ্র-বন্দন শ্রীনন্দ-নন্দন
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ রূপ মনোহর
মোহন বংশীবিহারী ॥৫॥

যশোদা-নন্দন কংস-নিসূদন
নিকুঞ্জ-রাস-বিলাসী।
কদম্ব-কানন- রাস-পরায়ণ
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥৬॥

আনন্দ-বর্দ্ধন প্রেম-নিকেতন
ফুলশরযোজ কাম।
গোপাঙ্গণাগণ চিত্ত-বিনোদন
সমস্ত-গুণগণ-ধাম ॥৭॥

যামুন-জীবন কেলি-পরায়ণ
মানস-চন্দ্র-চকোর।
(হরি) নাম-সুধারস গাও কৃষ্ণ-যশ
রাখ বচন মন মোর ॥৮॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

সন্ধ্যা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে ॥১॥

গুরুমুখ-পদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তম-গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥২॥

চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥৩॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এ অধম লইল শরণ ॥৪॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ মাঝারে ॥১॥

পতিতপাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥২॥

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥৩॥

দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥৪॥

গৌর-প্রেমময়-তনু পণ্ডিত গদাধর।
শ্রীনিবাস হরিদাস দয়ার সাগর ॥৫॥

হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥৬॥

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥৭॥

(দয়া কর প্রভুপাদ শ্রীগৌরপ্রকাশ)
(তব জন কৃপা মাগে এই অধম দাস)

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

বৈষ্ণব

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধ হে আমায়
তোমার চরণ ধরি ॥১॥

ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ' হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে ॥২॥

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ' কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥৩॥

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'
ধাই তব পাছে পাছে ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ঠাকুর বৈষ্ণব-গণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার ।
দারুণ-সংসারনিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥১॥

বিধি বড় বলবান না শুনে ধরম-জ্ঞান
সদাই করম-পাশে বান্ধে ।
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে ॥২॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে ।
ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥৩॥

না লইনু সৎ মত অসতে মজিল চিত্ত
তুয়া পায়ে না করিনু আশ ।
নরোত্তম দাসে কয় দেখি' শুনি' লগে ভয়
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥৪॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥১॥

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥২॥

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥৩॥

হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥৪॥

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥৫॥

প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি' ॥৬॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

নিতাই

নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥১॥

সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥২॥

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি ॥৩॥

নিতাইয়ের চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥৪॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥১॥

প্রেমবন্যা লয়ে নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥২॥

দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥৩॥

আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান ॥৪॥

লোচন বলে হেন নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥৫॥

(শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥১॥

অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া ॥২॥

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি’ ।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥৩॥

এত বলি’ নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় ।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায় ॥৪॥

হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল ।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥৫॥

(শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর)

পরম করুণ পহুঁ দুই জন
নিতাই গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার- সার শিরোমণি
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥১॥

ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি’ ।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥২॥

দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি যাঁর গুণ-গাথা ॥৩॥

সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায় শমন
কহয়ে লোচন দাস ॥৪॥

(শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর)

'দয়াল নিতাই চৈতন্য' বলে' নাচ্‌রে আমার মন।
(একবার) নাচ্‌রে আমার মন নাচ্‌রে আমার মন ॥১॥
(এমন দয়াল তো নাই হে)
(এমন দয়াল তো নাই হে মার খেয়ে প্রেম দেয়)

(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম-ধন।
(অপরাধের বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন ॥২॥

(অনুরাগ তো হবে হে!)

(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন।
(নৈলে জীবন তো মিছে হে)
(কৃষ্ণরতি বিনা জীবের জীবন তো মিছে হে!)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥৩॥
(গৌর-কৃপা হলে হে)

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

গৌরাঙ্গ

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥১॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥২॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥৩॥

গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥৪॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥১॥

দয়া করি' মোরে পতিত দেখিয়া
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন শুন ভাল কথা
উল্লসিত হবে হিয়া ॥২॥

তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত দীনহীন জনে
করিলেন ভবপার ॥৩॥

বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায়
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥৪॥

নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোসাঞী
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া
লহ নিজ পরিত্রান ॥৫॥

সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া কঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে ॥৬॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

গায় গোরা মধুর স্বরে।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" ॥১॥

গৃহে থাক, বনে থাক সদা 'হরি' বলে ডাক।
সুখে দুঃখে ভুলো নাক বদনে হরিনাম কর রে ॥২॥

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে আছ মিছে কাজ ল'য়ে।
এখনও চেতন পেয়ে রাধামাধব-নাম বল রে ॥৩॥

জীবন হইল শেষ   না ভজিলে হৃষীকেশ।
ভক্তিবিনোদ-উপদেশ   একবার নামরসে মাত রে ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পার।
ধন্য কলিযুগে রে চৈতন্য-অবতার ॥১॥

আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে উজানখেয়া বয়।
কড়িপাতি নাহি লাগে অমনি পার হয় ॥২॥

হরিনামের তরীখানি শ্রীগুরুকাণ্ডারী।
সঙ্কীর্ত্তনকেরোয়াল দু'বাহু পসারি ॥৩॥

সর্ব্বজীব উদ্ধার হৈল প্রেমের বাতাসে।
লোচন পড়িয়া রৈল করমের দোষে ॥৪॥

(শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর)

অবতার সার   গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস   গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে ॥১॥

কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি (মন)
অমৃত পা'বার আশে।
প্রেমকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভবিলি বিষে ॥২॥

সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি (মন)
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি' কাঠ চুষিলি (মন)
কেমনে পাইবি মিঠ ॥৩॥

'হার' বলিয়া গলায় পরিলি (মন)
শমন কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া আগুন পোহালি (মন)
পাইলি বজর-তাপ ॥৪॥

সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল দুকাল খোয়ালি (মন)
খাইলি আপন মাথা ॥৫॥

(শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর)

যদি, গৌর না হ'ত		তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা		প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাত কে? ॥১॥

মধুর বৃন্দা-		বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী		ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার? ॥২॥

গাও পুনঃ পুনঃ		গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব-সাগরে		এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন ॥৩॥

(আমি) গৌরাঙ্গ বলিয়া		না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
বাসুর-হিয়া		পাষাণ দিয়া
(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে ॥৪॥

(শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর)

কৃষ্ণ

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন সদা কামরত
কিছু নাহি মোর গুণ ॥১॥

গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ
তোমার কিঙ্কর আমি ॥২॥

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি কর্ম্মে জড়মতি
পড়েছি সংসার ঘোরে ॥৩॥

গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্ম্মল
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥৪॥

গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান ॥৫॥

গোপীনাথ, তুমি ত সকলি পার ।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর ॥৬॥

গোপীনাথ, তুমি কৃপাপারাবার ।
জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥৭॥

গোপীনাথ, আমি কি দোষের দোষী ।
অসুর সকল পাইল চরণ
বিনোদ থাকিল বসি ॥৮॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ-নন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে ।
দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥১॥

শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি রে ।

বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখ-লব লাগি' রে ॥২॥

এ ধন, যৌবন, পুত্র, পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥৩॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ, বন্দন
পাদ-সেবন, দাস্য রে ।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস-অভিলাষ রে ॥৪॥

(শ্রীল গোবিন্দ দাস কবিরাজ)

(জয়) রাধামাধব কুঞ্জবিহারী
(জয়) গোপীজন-বল্লভ গিরিবরধারী ।
(জয়) যশোদা-নন্দন ব্রজজন-রঞ্জন
(জয়) যামুনতীর-বনচারী ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ময়ূরমুকুট-পীতাম্বরধারী ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥১॥

শ্রীরাধামাধব কুঞ্জবিহারী ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥২॥

যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ মুরারি ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥৩॥

গোপীজন-বল্লভ বংশীবিহারী ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥৪॥

(জয়) যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ ।
(জয়) মদনমোহন হরি অনন্ত মুকুন্দ ॥১॥

(জয়) অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র ।
(জয়) মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥২॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জনম সফল তা'র কৃষ্ণ-দরশন য়া'র
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন করি' কৃষ্ণ দরশন
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥১॥

বৃন্দাবন-কেলি চতুর বনমালী
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমারূপ বংশীধারী অপরূপ
রসময় নিধি, গুণশালী ॥২॥

বর্ণ নব জলধর শিরে শিখিপিচ্ছবর
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস বদনে মধুর হাস
হেন রূপ জগৎ মাতায় ॥৩॥

ইন্দ্রনীল জিনি কৃষ্ণরূপখানি
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন না চলে চরণ
সংসার গেলাম ভুলে ॥৪॥

(সখী হে) সুধাময় সে রূপ মাধুরী।
দেখিলে নয়ন হয় অচেতন
ঝরে প্রেমময় বারি ॥৫॥

কিবা চূড়া শিরে কিবা বংশী করে
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।
চরণকমলে অমিয়া উছলে
তাহাতে নূপুর দাম ॥৬॥

সদা আশা করি ভৃঙ্গরূপ ধরি
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই কৃষ্ণগুণ গাই
আর না ভজিব আন ॥৬॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥১॥

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন ॥২॥

কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দ-নন্দন ॥৩॥

শ্রীনন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনুবৎসগণ ॥৪॥

জয় বৃষভানু জয় কীর্ত্তিদাসুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর নাগরী ॥৫॥

জয় জয় গোপেশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥৬॥

জয় রামঘাট জয় রোহিণী-নন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥৭॥

জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ-চরণ ॥৮॥

শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম ॥৯॥

জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরসসার।
পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥১০॥

শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥১১॥

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)

প্রার্থনা

আমার জীবন সদা পাপে রত
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ দিয়ছি যে কত
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥১॥

নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর-সুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী
পরদুঃখ সুখকর ॥২॥

অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর
ক্রোধী, দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত
হিংসা-গর্ব্ব বিভূষণ ॥৩॥

নিদ্রালস্য-হত সুকার্য্যে বিরত
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য-আচরণ
লোভ-হত সদা কামী ॥৪॥

এ হেন দুর্জ্জন সজ্জন-বর্জ্জিত
অপরাধী নিরন্তর ।
শুভকার্য্যশূন্য সদানর্থমনা
নানা দুঃখে জর জর ॥৫॥

বার্দ্ধক্যে এখন উপায়-বিহীন
তা'তে দীন অকিঞ্চন ।
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে
করে দুঃখ নিবেদন ॥৬॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে
হইনু শরণাগত ।
তুমি দয়াময় পতিতপাবন
পতিত তারণে রত ॥১॥

ভরসা আমার এই মাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময় ।
তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥২॥

আমারে তারিতে কাহারো শকতি
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর! ঘোষনা তোমার
অধম পামরে ত্রাহি ॥৩॥

সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ!
আমি নিত্যদাস তুমি পালয়িতা
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ! ॥৪॥

তোমার সকল আমি মাত্র দাস
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ করিনু বরণ
আমার নাহি ত' আমি ॥৫॥

ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া শরণ
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ নামে রুচি দিয়া
পালন করহে তায় ॥৬॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥১॥

অশোক-অভয় অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥২॥

তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥৩॥

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥৪॥

পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে ॥৫॥

ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব ছেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥৬॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কবে গৌর-বনে সুরধুনী-তটে
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি'
নানা লতাতরুতলে ॥১॥

শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব
পিব সরস্বতী জল।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥২॥

ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি’
ধরি’ অবধূত-বেশ ॥৩॥

গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না হেরিব
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

উপদেশ

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি
তবে অন্ত হয় ক্লেশ ॥১॥

বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়য়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম
অনলে পড়য়ে জল ॥২॥

নিতাই-চৈতন্য- চরণ-কমলে
আশ্রয় লইল যেই।
কালিদাস বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই ॥৩॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

হরিবল হরিবল হরিবল ভাই রে ।
হরিনাম অনিয়াছে গৌরঙ্গ নিতাই রে ॥১॥
(মোদের দুঃখ দেখে রে)

হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে ।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে ॥২॥
(বড় পাপী ছিল রে)

মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে ।
(আমি আমার বলে রে)
আশাবশে ঘুরে' ঘুরে' আর কোথা যাই রে ॥৩॥
(আশার শেষ নাই রে)

'হরিবলে' দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।
(নিরাশ ত' সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে ॥৪॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে রে)

না চেয়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে ।
(তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ॥৫॥
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রভু কহে— "কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥

আম'-প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর"॥

(শ্রীল বৃন্দবান দাস ঠাকুর)

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্ ।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্ ।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং
বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্ ।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্ ।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্ ।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্ ।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৭॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্ ।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিতরেণুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং ।
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)

শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রম্

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ-বিরচিত

দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত-ভক্ত-বৃন্দ-বন্দিতং
পাপ-তাপ-দাব-দাহ-দগ্ধ দুঃখ-খণ্ডিতম্।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-ধাম-ধন্য-দান-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১॥

স্বর্ণ-কোটি-দর্পণাভ-দেহ-বর্ণ-গৌরবং
পদ্ম-পারিজাত-গন্ধ-বন্দিতাঙ্গ-সৌরভম্।
কোটি-কাম-মূর্চ্ছিতাঙ্ঘ্রি-রূপ-রাস-রঙ্গরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২॥

প্রেম-নাম-দান-জন্য-পঞ্চ-তত্ত্বকাত্মকং
সাঙ্গ-দিব্য-পার্ষদাস্ত্র-বৈভবাবতারকম্।
শ্যাম-গৌর-নাম-গান-নৃত্য-মত্ত-নাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩॥

শান্তি-পুর্য্যধীশ-কল্যধর্ম্ম-দুঃখ-দুঃসহং
জীব-দুঃখ-হান-ভক্ত-সৌখ্যদান-বিগ্রহম্।
কল্যঘৌঘ-নাশ-কৃষ্ণ-নাম-সীধু-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪॥

দ্বীপ-নব্য-গাঙ্গ-বঙ্গ-জন্ম-কর্ম্ম-দর্শিতং
শ্রীনিবাস-বাস-ধন্য-নাম-রাস-হর্ষিতম্।
শ্রীহরিপ্রিয়েশ-পূজ্যধী-শচী-পুরন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫॥

শ্রীশচী-দুলাল-বাল্য-বাল-সঙ্গ-চঞ্চলং
আকুমার-সর্ব্ব-শাস্ত্র-দক্ষ-তর্ক-মঙ্গলম্।
ছাত্র-সঙ্গ-রঙ্গ-দিগ্‌জিগীষু-দর্প-সংহরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৬॥

বর্জ্য-পাত্র-সারমেয়-সর্প-সঙ্গ-খেলনং
স্কন্ধ-বাহি-চৌর-তীর্থ-বিপ্র-চিত্র-লীলনম্।
কৃষ্ণনাম-মাত্র-বাল্য-কোপ-শান্তি-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৭॥

স্নান-গাঙ্গ-বারি-বাল-সঙ্গ-রঙ্গ-খেলনং
বালিকাদি-পারিহাস্য-ভঙ্গি-বাল্য-লীলনম্।
কূট-তর্ক-ছাত্র-শিক্ষকাদি-বাদ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৮॥

শ্রীনিমাই-পণ্ডিতেতি-নাম-দেশ-বন্দিতং
নব্য-তর্ক-দক্ষ-লক্ষ-দম্ভি-দম্ভ-খণ্ডিতম্।
স্থাপিতার্থ-খণ্ড-খণ্ড-খণ্ডিতার্থ-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৯॥

শ্লোক-গাঙ্গ-বন্দনার্থ-দিগ্‌জিগীষু-ভাষিতং
ব্যত্যলঙ্কৃতাদি-দোষ-তর্কিতার্থ-দূষিতম্।
ধ্বস্ত-যুক্তি-রুদ্ধ-বুদ্ধি-দত্ত-ধীমদাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১০॥

সূত্র-বৃত্তি-টিপ্পনীষ্ট-সূক্ষ্ম-বাচনাদ্ভুতং
ধাতু-মাত্র-কৃষ্ণ-শক্তি-সর্ব্ব-বিশ্ব-সম্ভৃতম্।
রুদ্ধ-বুদ্ধি-পণ্ডিতৌঘ-নান্য-যুক্তি-নির্দ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১১॥

কৃষ্ণ-দৃষ্টি-পাত-হেতু-শব্দকার্থ-যোজনং
স্ফোট-বাদ-শৃঙ্খলৈক-ভিত্তি-কৃষ্ণ-বীক্ষণম্।
স্থূল-সূক্ষ্ম-মূল-লক্ষ্য -কৃষ্ণ-সৌখ্য-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১২॥

প্রেম-রঙ্গ-পাঠ-ভঙ্গ-ছাত্র-কাকু-কাতরং
ছাত্র-সঙ্গ-হস্ত-তাল-কীর্ত্তনাত্ত-সঞ্চরম্।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-সিন্ধু-মগ্ন-দিক্-চরাচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১৩॥

আর্য্য-ধর্ম্ম-পাল-লব্ধ-দীক্ষ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনং
লক্ষ-লক্ষ-ভক্ত-গীত-বাত্ত-দিব্য-নর্ত্তনম্।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নাশ-দস্যু-দুষ্ট-দুষ্কৃতোদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১৪॥

ম্লেচ্ছ-রাজ-নাম-বাধ-ভক্ত-ভীতি-ভঞ্জনং
লক্ষ-লক্ষ-দীপ-নৈশ-কোটি-কণ্ঠ-কীর্ত্তনম্।
শ্রীমৃদঙ্গ-তাল-বাত্ত-নৃত্য-কাজি-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥১৫॥

লক্ষ-লোচনাশ্রু-বর্ষ-হর্ষ-কেশ-কর্ত্তনং
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাঢ্য-দণ্ড-ধারণম্ ।
ন্যাসি-বেশ-সর্ব্বদেশ-হাহুতাশ-কাতরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥১৬॥

শ্রীযতীস-ভক্তবেশ-রাঢ়দেশ-চারণং
কৃষ্ণ-চৈতন্যাখ্য-কৃষ্ণ-নাম-জীব-তারণম্ ।
ভাব-বিভ্রমাত্ম-মত্ত-ধাবমান-ভূধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥১৭॥

শ্রীগদাধরাদি-নিত্যানন্দ-সঙ্গ-বর্দ্ধনং
অদ্বয়াখ্য-ভক্ত-মুখ্য-বাঞ্ছিতার্থ-সাধনম্ ।
ক্ষেত্রবাস-সাভিলাষ-মাতৃতোষ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥১৮॥

ন্যাসিরাজ-নীল-শৈল-বাস-সার্ব্বভৌমপং
দাক্ষিণাত্য-তীর্থ-জাত-ভক্ত-কল্প-পাদপম্ ।
রাম-মেঘ-রাগ-ভক্তি-বৃষ্টি-শক্তি-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥১৯॥

প্রেম-ধাম-দিব্য-দীর্ঘ-দেহ-দেব-নন্দিতং
হেম-কঞ্জ-পুঞ্জ-নিন্দি-কান্তি-চন্দ্র-বন্দিতম্।
নাম-গান-নৃত্য-নব্য-দিব্য-ভাব-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২০॥

ধ্বস্ত-সার্ব্বভৌম-বাদ-নব্যতর্ক-শাঙ্করং
ধ্বস্ত-তদ্বিবর্ত্ত-বাদ-দানবীয়-ডম্ভরম্।
দর্শিতার্থ-সর্ব্ব-শাস্ত্র-কৃষ্ণ-ভক্তি-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২১॥

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং
রাম-রাম-গান-রম্য দিব্য-ছন্দ-নর্ত্তনম্।
যত্র-তত্র-কৃষ্ণনাম-দান-লোক-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২২॥

গোদবর্য্য-বাম-তীর-রামানন্দ-সংবদং
জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্ত-মর্ম্ম-রাগ-ভক্তি-সম্পদম্।
পারকীয়-কান্ত-কৃষ্ণ-ভাব-সেবনাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৩॥

দাস্য-সখ্য-বাৎস্য-কান্ত-সেবনোত্তরোত্তরং
শ্রেষ্ঠ-পারকীয়-রধিকাঙ্ঘ্রি-ভক্তি-সুন্দরম্।
শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-দিব্য-কাম-কৃষ্ণ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৪॥

শান্ত-মুক্ত-ভৃত্য-তৃপ্ত-মিত্র-মত্ত-দর্শিতং
স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-শিষ্ট-মিষ্ট-সুষ্ঠ-কুণ্ঠ-হর্ষিতম্।
তন্ত্র-মুক্ত-বাম্য-রাগ-সর্ব্ব-সেবনোত্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৫॥

আত্ম-নব্য-তত্ত্ব-দিব্য-রায়-ভাগ্য-দর্শিতং
শ্যাম-গোপ-রাধিকাপ্ত-কোক্ত-গুপ্ত-চেষ্টিতম্।
মূর্চ্ছিতাঙ্ঘ্রি-রামরায়-বোধিতাত্ম-কিঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৬॥

নষ্ট-কুষ্ঠ-কূর্ম্ম-বিপ্র-রূপ-ভক্তি-তোষণং
রামদাস-বিপ্র-মোহ-মুক্ত-ভক্ত-পোষণম্।
কাল-কৃষ্ণ-দাস-মুক্ত-ভট্টথারি-পিঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৭॥

রঙ্গনাথ-ভট্ট-ভক্তি-তুষ্ট-ভঙ্গি-ভাষণং
লক্ষ্ম্য-গম্য-কৃষ্ণ-রাস-গোপিকৈক-পোষণম্।
লক্ষ্ম্য-ভীষ্ট-কৃষ্ণ-শীর্ষ-সাধ্য-সাধনাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৮॥

ব্রহ্ম-সংহিতাখ্য-কৃষ্ণ-ভক্তি-শাস্ত্র-দায়কং
কৃষ্ণ-কর্ণ-সীধু-নাম-কৃষ্ণ-কাব্য-গায়কম্।
শ্রীপ্রতাপরুদ্র-রাজ-শীর্ষ-সেব্য-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥২৯॥

শ্রীরথাগ্র-ভক্ত-গীত-দিব্য-নর্ত্তনাদ্ভুতং
যাত্রি-পাত্র-মিত্র-রুদ্ররাজ-হৃচ্চমৎকৃতম্।
গুণ্ডিচাগমাদি-তত্ত্ব-রূপ-কাব্য-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩০॥

প্রেম-মুগ্ধ-রুদ্র-রাজ-শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রমং
প্রার্থিতাঙ্ঘ্রি-বর্জিতান্য-সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সঙ্গমম্।
লুণ্ঠিত-প্রতাপ-শীর্ষ-পাদ-ধূলি-ধূসরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩১॥

দাক্ষিণাত্য-সুপ্রসিদ্ধ-পণ্ডিতৌঘ-পূজিতং
শ্রেষ্ঠ-রাজ-রাজপাত্র-শীর্ষ-ভক্তি-ভূষিতম্ ।
দেশ-মাতৃ-শেষ-দর্শনার্থি-গৌড়-গোচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৩২॥

গৌরগর্ব্বি-সর্ব্ব-গৌড়-গৌরবার্থ-সজ্জিতং
শাস্ত্র-শস্ত্র-দক্ষ-দুষ্ট-নাস্তিকাদি-লজ্জিতম্ ।
মুহ্যমান-মাতৃকাদি-দেহ-জীব-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৩৩॥

ন্যাস-পঞ্চ-বর্ষ-পূর্ণ-জন্ম-ভূমি-দর্শনং
কোটি-কোটি-লোক-লুব্ধ-মুগ্ধ-দৃষ্টি-কর্ষণম্ ।
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-নাম-ঘোষ-ভেদিতাম্বরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৩৪॥

আর্ত্ত-ভক্ত-শোক-শান্তি-তাপি-পাপি-পাবনং
লক্ষ-কোটি-লোক-সঙ্গ-কৃষ্ণ-ধাম-ধাবনম্ ।
রাম-কেলি-সাগ্রজাত-রূপ-কর্ষণাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৩৫॥

ব্যাঘ্র-বারণৈন-বন্য-জন্তু-কৃষ্ণ-গায়কং
প্রেম-নৃত্য-ভাব-মত্ত-ঝাড়খণ্ড-নায়কম্।
দুর্গ-বন্য-মার্গ-ভট্ট-মাত্র-সঙ্গ-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩৬॥

গাঙ্গ-যামুনাদি-বিন্দু-মাধবাদি-মাননং
মাথুরার্ত্ত-চিত্ত-যামুনাগ্র-ভাগ-ধাবনম্।
স্মারিত-ব্রজাতি-তীব্র-বিপ্রলম্ভ-কাতরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩৭॥

মাধবেন্দ্র-বিপ্রলম্ভ-মাথুরেষ্ট-মাননং
প্রেম-ধাম-দৃষ্ট-কাম-পূর্ব্ব-কুঞ্জ-কাননম্।
গোকুলাদি-গোষ্ঠ-গোপ-গোপিকা-প্রিয়ঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩৮॥

প্রেম-গুঞ্জনালি-পুঞ্জ-পুষ্প-পুঞ্জ-রঞ্জিতং
গীত-নৃত্য-দক্ষ-পক্ষি-বৃক্ষ-লক্ষ-বন্দিতম্।
গো-বৃষাদি-নাদ-দীপ্ত-পূর্ব্ব-মোদ-মেদুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৩৯॥

প্রেম-বুদ্ধ-রুদ্ধ-বুদ্ধি-মত্ত-নৃত্য-কীর্ত্তনং
প্লাবিতাশ্রু-কাঞ্চনাঙ্গ-বাস-চাতুরঙ্গনম্ ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-রাব-ভাব-হাস্য-লাস্য-ভাস্বরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৪০॥

প্রেম-মুগ্ধ-নৃত্য-কীর্ত্তনাকুলারিটান্তিকং
স্নান-ধন্য-বারি-ধান্য-ভূমি-কুণ্ড-দেশকম্ ।
প্রেম-কুণ্ড-রাধিকাখ্য-শাস্ত্র-বন্দনাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৪১॥

তিন্তিড়ী-তলস্থ-যামুনোর্ম্মি-ভাবনাপ্লুতং
নির্জ্জনৈক-রাধিকাত্ম-ভাব-বৈভবাবৃতম্ ।
শ্যাম-রাধিকাপ্ত-গৌর-তত্ত্ব-ভিত্তিকাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৪২॥

শারিকা-শুকোক্তি-কৌতুকাঢ্য-লাস্য-লাপিতং
রাধিকা-ব্যতীত-কামদেব-কাম-মোহিতম্ ।
প্রেম-বশ্য-কৃষ্ণ-ভাব-ভক্ত-হৃচ্চমৎকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৪৩॥

শ্রীপ্রয়াগ-ধাম-রূপ-রাগ-ভক্তি-সঞ্চরং
শ্রীসনাতনাদি-কাশি-ভক্তি-শিক্ষণাদরম্।
বৈষ্ণবানুরোধ-ভেদ-নির্ব্বিশেষ-পঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪৪॥

ন্যাসি-লক্ষ-নায়ক-প্রকাশানন্দ-তারকং
ন্যাসি-রাশি-কাশি-বাসি-কৃষ্ণ-নাম-পারকম্।
ব্যাস-নারদাদি-দত্ত-বেদধী-ধুরন্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪৫॥

ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য-কৃষ্ণ-নারদোপদেশকং
শ্লোক-তুর্য্য-ভাষণান্ত-কৃষ্ণ-সম্প্রকাশকম্।
শব্দ-বর্ত্তনান্ত-হেতু-নাম-জীব-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪৬॥

আত্ম-রাম-বাচনাদি-নির্ব্বিশেষ-খণ্ডনং
শ্রৌত-বাক্য-সার্থকৈক-চিদ্বিলাস-মণ্ডনম্।
দিব্য-কৃষ্ণ-বিগ্রহাদি-গৌণ-বুদ্ধি-ধিক্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪৭॥

ব্রহ্ম-পারমাত্ম্য-লক্ষণাদ্বয়ৈক-বাচনং
শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-নন্দলীল-নন্দ-নন্দনম্।
শ্রীরস-স্বরূপ-রাসলীল-গোপসুন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪৮॥

রাধিকা-বিনোদ-মাত্র-তত্ত্ব-লক্ষণান্বয়ং
সাধুসঙ্গ-কৃষ্ণনাম-সাধনৈক-নিশ্চয়ম্।
প্রেম-সেবনৈক-মাত্র-সাধ্য-কৃষ্ণ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৪৯॥

আত্ম-রাম-বাচনৈক-ষষ্টিকার্থ-দর্শিতং
রুদ্র-সংখ্য-শব্দ-জাত-যদ্‌যদর্থ-সম্ভৃতম্।
সর্ব্ব-সর্ব্ব-যুক্ত-তত্তদর্থ-ভূরিদাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫০॥

শ্রীসনাতনানুরূপ-জীব-সম্প্রদায়কং
লুপ্ত-তীর্থ-শুদ্ধ-ভক্তি-শাস্ত্র-সুপ্রচারকম্।
নীল-শৈল-নাথ-পীঠ-নৈজ-কার্য্য-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫১॥

ত্যাগ-বাহ্য-ভোগ-বুদ্ধি-তীব্র-দণ্ড-নিন্দনং
রায়-শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কাম-সেবনাভিনন্দনম্।
রায়-রাগ-সেবনোক্ত-ভাগ্য-কোটি-দুষ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫২॥

শ্রীপ্রয়াগ-ভট্ট-বল্লভৈক-নিষ্ঠ-সেবনং
নীল-শৈল-ভট্ট-দত্ত-রাগ-মার্গ-রাধনম্।
শ্রীগদাধরার্পিতাধিকার-মন্ত্র-মাধুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৩॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-গাম্ভিরান্ত্য-লীলনং
দ্বাদশাব্দ-বহ্নিগর্ভ-বিপ্রলম্ভ-শীলনম্।
রাধিকাধিরূঢ-ভাব-কান্তি-কৃষ্ণ-কুঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৪॥

শ্রীস্বরূপ-কণ্ঠ-লগ্ন-মাথুর-প্রলাপকং
রাধিকানু-বেদনার্ত্ত-তীব্র-বিপ্রলম্ভকম্।
স্বপ্নবৎ-সমাধি-দৃষ্ট-দিব্য-বর্ণনাতুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৫॥

সাত্ত্বিকাদি-ভাব-চিহ্ন-দেহ-দিব্য-সৌষ্ঠবং
কূর্ম্ম-ধর্ম্ম-ভিন্ন-সন্ধি-গাত্র-পুষ্প-পেলবম্।
হ্রস্ব-দীর্ঘ-পদ্ম-গন্ধ-রক্ত-পীত-পাণ্ডুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৬॥

তীব্র-বিপ্রলম্ভ-মুগ্ধ-মন্দিরাগ্র-ধাবিতং
কূর্ম্ম-রূপ-দিব্য-গন্ধ-লুব্ধ-ধেনু-বেষ্টিতম্।
বর্ণিতালি-কূল-কৃষ্ণ-কেলি-শৈল-কন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৭॥

ইন্দু-সিন্ধু-নৃত্য-দীপ্ত-কৃষ্ণ-কেলি-মোহিতং
ঊর্ম্মি-শীর্ষ-সুপ্ত-দেহ-বাত-রঙ্গ-বাহিতম্।
যামুনালি-কৃষ্ণ-কেলি-মগ্ন-সৌখ্য-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৮॥

রাত্রি-শেষ-সৌম্য-বেশ-শায়িতার্দ্র-সৈকতং
ভিন্ন-সন্ধি-দীর্ঘ-দেহ-পেলবাতি-দৈবতম্।
শ্রান্ত-ভক্ত-চক্রতীর্থ-হৃষ্ট-দৃষ্টি-গোচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥৫৯॥

আৰ্ত্ত-ভক্ত-কণ্ঠ-কৃষ্ণনাম-কর্ণ-হৃদ্দগতং
লগ্ন-সন্ধি-স্থষ্ঠু-দেহ-সর্ব্ব-পূর্ব্ব-সম্মতম্ ।
অর্দ্ধ-বাহ্য-ভাব-কৃষ্ণ-কেলি-বর্ণনাতুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬০॥

যামুনাম্বু-কৃষ্ণ-রাধিকালি-কেলি-মণ্ডলং
ব্যক্ত-গুপ্ত-দৃপ্ত-তৃপ্ত-ভঙ্গি-মাদনাকুলম্ ।
গূঢ়-দিব্য-মর্ম্ম-মোদ-মূর্চ্ছনা-চমৎকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬১॥

আস্য-ঘর্ষণাদি-চাটকাদ্রি-সিন্ধু-লীলনং
ভক্ত-মর্ম্ম-ভেদি-তীব্র-দুঃখ-সৌক্য-খেলনম্ ।
অত্যচিন্ত্য-দিব্য-বৈভবাশ্রিতৈক-শঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬২॥

শ্রোত্র-নেত্র-গত্যতীত-বোধ-রোধিতাদ্ভুতং
প্রেম-লভ্য-ভাব-সিদ্ধ-চেতনা-চমৎকৃতম্ ।
ব্রহ্ম-শম্ভু-বেদ-তন্ত্র-মৃগ্য-সত্য-সুন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৩॥

বিপ্র-শূদ্র-বিজ্ঞ-মূর্খ-যাবনাদি-নামদং
বিত্ত-বিক্রমোচ্চ-নীচ-সজ্জনৈক-সম্পদম্ ।
স্ত্রী-পুমাদি-নির্ব্বিবাদ-সার্ব্ববাদিকোদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৪॥

সিন্ধু-শূন্য-বেদ-চন্দ্র-শাক-কুম্ভ-পূর্ণিমা
সান্ধ্য-চান্দ্রকোপরাগ-জাত-গৌর-চন্দ্রমা ।
স্নান-দান-কৃষ্ণনাম-সঙ্গ-তৎ-পরাৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৫॥

আত্ম-সিদ্ধ-সাবলীল-পূর্ণ-সৌখ্য-লক্ষণং
স্বানুভাব-মত্ত-নৃত্য-কীর্ত্তনাত্ম-বণ্টনম্ ।
অদ্বয়ৈক-লক্ষ্য-পূর্ণ-তত্ত্ব-তৎ-পরাৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৬॥

শ্রীপুরীশ্বরানুকম্পি-লব্ধ-দীক্ষ-দৈবতং
কেশবাখ্য-ভারতী-সকাশ-কেশ-রক্ষিতম্ ।
মাধবানুধী-কিশোর-কৃষ্ণ-সেবনাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৭॥

সিন্ধু-বিন্দু-বেদ-চন্দ্র-শাক-ফাল্গুনোদিতং
ন্যাস-সোম-নেত্র-বেদ-চন্দ্র-শাক-বোধিতম্।
বাণ-বাণ-বেদ-চন্দ্র-শাক-লোচনান্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৮॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-হর্ষ-শেষ-ঘোষণং
শিক্ষণাষ্টকাখ্য-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনৈক-পোষণম্।
প্রেম-নাম-মাত্র-বিশ্ব-জীবনৈক-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৬৯॥

প্রেম হেম-দেব দেহি-দাসরেষ মন্যতাং
ক্ষম্যতাং মহাপরাধ-রাশিরেষ-গণ্যতাম্।
রূপ-কিঙ্করেষু রামানন্দ-দাস-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্ ॥৭০॥

সশ্রদ্ধঃ সপ্ত-দশকং প্রেম-ধামেতি-নামকম্।
স্তবং কোঽপি পঠন্ গৌরং রাধাশ্যামময়ং ব্রজেৎ ॥৭১॥
পঞ্চমে শতগৌরাব্দে শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
শ্রীধরঃ কোঽপি তচ্ছিষ্যস্ত্রিদণ্ডী নৌতি সুন্দরম্ ॥৭২॥

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)

বিশেষ উপলক্ষ

শ্রীগুরুপরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ হন কৃষ্ণ সেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস মধ্ব কহে ব্যাস দাস
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥১॥

নৃহরি মাধব-বংশে অক্ষোভ্য পরমহংসে
শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥২॥

তাঁহা হৈতে দয়ানিধি তাঁর দাস বিদ্যানিধি
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়
পরম্পরা জান ভাল মতে ॥৩॥

জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম-যতি
তাঁ'হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি।

ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস
তাঁহা হৈতে মাধবেন্দ্র পুরী ॥৪॥

মাধবেন্দ্র পুরীবর শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বর পুরীকে ধন্য করিলেন শ্রীচৈতন্য
জগদ্‌গুরু গৌর মহাপ্রভু ॥৫॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ জনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর শ্রীস্বরূপ-দামোদর
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥৬॥

রূপ-প্রিয় মহাজন জীব-রঘুনাথ হন
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর নরোত্তম সেবাপর
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥৭॥

বিশ্বনাথ-ভক্ত সাথ বলদেব জগন্নাথ
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥৮॥

তদনুগ মহাজন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-ধন
যেবা দিল পুরি জগকাম।
শ্রীবার্ষভানবীবরা সদা সেব্য সেবাপরা
তাঁহার দয়িতদাস নাম ॥৯॥

তদভিন্ন দেহ-দিব্য স্বরূপ-রূপ-রঘু-জিব্য
সদা সেব্য যাঁর পাদপদ্ম।
সুসিদ্ধান্ত মূর্ত্তিধর শ্রীশ্রীধর গুরুবর
রূপানুগ-সাধুশ্রেয়-সদ্ম ॥১০॥

তাঁর প্রিয় মনোঽভীষ্ট স্থাপনে সদা সচেষ্ট
ভক্তি সুন্দর শ্রীগোবিন্দ নাম।
তাঁর প্রিয় মনোনীত আচার-প্রচারে রত
ভক্তিনির্ম্মল শ্রীআচার্য্য নাম।
এই পরম্পরা ধন সবে গৌর-নিজজন
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥১১॥

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥১॥

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ॥২॥

কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ॥৩॥

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥৪॥

সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥৫॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

শ্রীহরিবাসর-গীতি

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥১॥

পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥২॥

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥৩॥

ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥৪॥

চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥৫॥

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়ে বিভোলা ॥৬॥

নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর ॥৭॥

ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥৮॥

যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥৯॥

যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন ॥১০॥

যাঁর নামে শ্রবনে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে ॥১১॥

যাঁর নাম লই’ শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্রবদন-প্রভু যার গুণ গায় ॥১২॥

সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥১৪॥

(শ্রীল বৃন্দবান দাস ঠাকুর)

শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম-সিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল ॥১॥

মাধব-তিথি ভক্তি-জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি বসতি বলি’
পরম আদরে বরি ॥২॥

গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।

সে সব স্থান হেরিব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥৩॥

মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি'
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥৪॥

যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া মোর
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥৫॥

যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণসীধু দেখিয়া গঙ্গা
সুখ না সীমা পায় ॥৬॥

তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ
মাধবতোষণী জানি'।
গৌর-প্রিয় শাক সেবনে
জীবন সার্থক মানি ॥৭॥

ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে পরম সুখে
স্বীকার করয়ে তাহা ॥৮॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল-তরুণীমণ্ডল-মহিতে ॥১॥

দামোদর-রতি-বর্দ্ধন-বেশে।
হরি-নিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে ॥২॥

বৃষভানূদধি-নবশশিলেখে।
ললিতাসখি গুণরমিত-বিশাখে ॥৩॥

করুণাং কুরু ময়ি করুণা-ভারিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে ॥৪॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥১॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥২॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥৩॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥৪॥

এই ছয় গোসাঞি করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥৫॥

এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঁই তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥৬॥

তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত সনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ ॥৭॥

এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥৮॥

আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥৯॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
(হরি) নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥১০॥

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

নিয়মাবলী

সকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় আরতির কীর্ত্তন করার আগে শ্রীপঞ্চতত্ত্বমন্ত্র গান করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

প্রত্যেক আরতির ও পরিক্রমার কীর্ত্তন করার পরে শ্রীহরেকৃষ্ণমহামন্ত্রের গান করা হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রত্যেক আরতিতে ও পরিক্রমায় শ্রীহরেকৃষ্ণমহামন্ত্রের সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামকীর্ত্তন করা এবং পরিশেষ "**নিতাই গৌর হরিবল**" কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীমধ্যাহ্নকাল-আরতিতে "যশোমতী-নন্দন" ও "জয় শচী-নন্দন" কীর্ত্তন করা হয়।

সকালে ও সন্ধ্যায় পরিক্রমার পরে শ্রীতুলসীদেবী প্রণাম ও শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম করা হয়।

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

"শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীতুলসীদেবী, শ্রীকেশবপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী, সত্যবতীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কর।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

"বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসমুদ্র, পতিতগণের পাবনস্বরূপ বৈষ্ণবগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।"

সর্ব্ববৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥

হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস॥

সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনী।
সুখদা ভক্তিদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

সন্ধ্যা পরিক্রমায় "**গুরুদেব! কৃপা বিন্দু দিয়া**" কীর্ত্তন করার পরে শ্রীপঞ্চতত্ত্বমন্ত্র, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ও তুলসী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়।

সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠকীর্ত্তন করার আগে বন্দনা করা হয় এবং পাঠকীর্ত্তন করার পরে “**হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ**” কীর্ত্তন করা হয়।

আরতির ও পরিক্রমার পরে সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠের আগে কীর্ত্তনগুলি এই ক্রমে চলে—গুরু, পঞ্চতত্ত্ব, বৈষ্ণব, নিতাই, গৌর, কৃষ্ণ, হরিনাম।

সকালে গুরুর জন্যে “**সংসার-দাবানল-লীঢ-লোক**” এবং পঞ্চতত্ত্বের জন্যে “**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু জীবে দয়া করি**’ ” ও “**ভজ ভজ রে আমার মন**” কীর্ত্তনগুলি করা হয়। তৎপর বৈষ্ণবের, নিত্যানন্দের ও গৌরের জন্যে বিভিন্ন কীর্ত্তনগুলি করা যায়। তৎপর কৃষ্ণের জন্যে “**বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ**” ও ঐচ্ছিক বা অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিরিক্ত কীর্ত্তনগুলি কীর্ত্তন করা হয়। পরিশেষে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা হয়।

সন্ধ্যায় গুরুর জন্যে “**শ্রীগুরুচরণপদ্ম**”, পঞ্চতত্ত্বের জন্যে “**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দয়া কর মোরে**” ও বৈষ্ণবের জন্যে “**ওহে বৈষ্ণবঠাকুরে**” কীর্ত্তনগুলি করা হয়। তৎপর নিত্যানন্দের ও গৌরের জন্যে বিভিন্ন কীর্ত্তনগুলি এবং

ঐচ্ছিক বা অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিরিক্ত কীর্ত্তনগুলি করা হয়। পরিশেষে "**সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং**", শ্রীশ্রীপ্রেমধামদেব-স্তোত্রম্ ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীপ্রেমধামদেব-স্তোত্রম্ করায় সপ্তাহের মধ্যে প্রতিদিনে দশটি শ্লোক গান করা হয়। শনিবারে শুরু করা হয় এবং শুক্রবারে সমাপ্ত হয়ে যায়।

শ্রীব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-আচার্য্যগণের আবির্ভাব তিথিতে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে "**কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ**" কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের তিরোভাব তিথিতে "**যে অনিল প্রেমধন**" কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীহরিবাসর তিথিতি সকালে "**শ্রীহরিবাসরে হরি**" ও সন্ধ্যায় "**শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু**" কীর্ত্তনগুলি করা হয়।

যথোচিত সময়ে অনুষ্ঠানের অনুরূপে জয় বলা হয়।

আরতির বা পরিক্রমার সময়ে শ্রীঠাকুরগণের জয় বলার পরে (উদাহরণগুলী লেখা হইল)ঃ—

তদীয় মঙ্গল-আরতি কী জয় !
তদীয় মাধ্যাহ্ন-ভোগারতি কী জয় !
তদীয় সন্ধ্যা-আরতি কী জয় !
তদীয় মন্দির-পরিক্রমা কী জয় !
তদীয় তুলসী-পরিক্রমা কী জয় !

শ্রীহরিবাসর-তিথিতেঃ—

শ্রীহরিবাসর-তিথি কী জয় !
শ্রীএকাদশী-উপবাস-পালনকারী ভক্তবৃন্দ কী জয় !

বিশেষ মহোৎসবে (উদাহরণগুলী লেখা হইল)ঃ—

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার মহামহোৎসব কী জয় !
শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব কী জয় !
তদীয় শুভ আবির্ভাব-তিথি-বরা কী জয় !
ভগবান্ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
আবির্ভাব মহামহোৎসব কী জয় !

শ্রীপ্রসাদ সেবায় গীতি

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

"অল্প সুকৃতবান্ ব্যক্তির মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।"

ভাই রে!
শরীর অবিদ্যা-জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি
তা' কে জেতা কঠিন সংসারে॥১॥

কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥২॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

তিলক ধরণ মন্ত্র

১। ললাটে - ওঁ কেশাবায় নমঃ।
২। উদরে -ওঁ নারায়ণায় নমঃ।
৩। বক্ষস্থলে - ওঁ মাধবায় নমঃ।
৪। কণ্ঠে - ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।
৫। দক্ষিণ পার্শ্বে - ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
৬। দক্ষিণ বাহুতে - ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।
৭। দক্ষিণ স্কন্ধে - ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।
৮। বাম পার্শ্বে - ওঁ বামনায় নমঃ।
৯। বাম বাহুতে - ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।
১০। বাম স্কন্ধে - ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।
১১। পৃষ্ঠে - ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ।
১২। কটিতে - ওঁ দামোদরায় নমঃ।

ডানহাতের অনামিকা (চতুর্থ আঙুল) দিয়ে তিলক ধারণ করতে হয়। ডানহাতের বাহুতে তিলক দেওয়ার জন্য বাম হাতের অনামিকা ব্যবহার করতে হবে। সর্ব্বাঙ্গে তিলকাঙ্কনের পর বাম হাতের তালুর অবশিষ্ট তিলক-মিশ্রণ সামন্য জলে ধুয়ে ঐ জল ‘ওঁ বাসুদেবায় নমঃ’ উচ্চারণপূর্ব্বক মস্তকে দিতে হবে।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
(+৯১) ৯৪৭৪৭৪৪০২০ • math@scsmath.com
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভারতীয় ও অন্তর্জাতিক কেন্দ্রসমূহের তালিকা দেখতে SCSMath.com ও GaudiyaDarshan.com/Bengali পরিদর্শন করুন।

পদসূচী

অক্রোধ পরমানন্দ	৪৮	দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে	৫০
আত্ম-নিবেদন	৬৮	দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত	৭৭
অবতার সার	৫৫	নমো নমঃ তুলসী	২৯
আমার জীবন	৬৫	নিতাই গুণমণি আমার	৪৮
উদিল অরুণ	২৬	নিতাই-পদ-কমল	৪৭
এই-বার করুণা কর	৪৬	পরম করুণ, পহুঁ দুই জন	৪৯
এ ঘোর সংসারে	৭১	প্রভু কহে— "কহিলাঙ	৭৩
এমন দুর্ম্মতি	৫৩	বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ	৩১
কবে গৌর-বনে	৬৯	বিভাবরী শেষ	৩৯
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে	২৮	(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর	৪৪
কলি-কুক্কুর-কদন	১৬	ভজ ভকত-বৎসল	১৯
কি জানি কি বলে	৬৬	ভজ রে ভজ রে আমার	৩৮
কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ	৯৫	ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ-নন্দন	৫৯
কে যাবি কে যাবি ভাই	৫৫	ময়ূর-মুকুট পীতাম্বর-ধারি	৬১
গায় গোরা মধুর স্বরে	৫৪	মহাপ্রসাদে গোবিন্দে	১২৩
গুরুদেব! কৃপা-বিন্দু দিয়া	২৫	যদি গৌর না হ'ত	৫৭
গোপীনাথ, মম নিবেদন শুনো	৫৮	যশোমতী-নন্দন	১৭
গৌরাঙ্গের দুটি পদ	৬২	যে আনিল প্রেম-ধন	৯৭
জনম সফল তা'র	১৪	রাধে জয় জয়	১০২
জয় 'গুরু-মহারাজ'	১৪	শরীর অবিদ্যা-জাল	১২৩
জয় জয় গৌরাচাঁদের	২১	শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু	১০০
জয় জয় গুরুদেবের	১২	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর	৪৩
(জয়) যশোদা-নন্দন	৬১	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া	৩৭
(জয়) রাধামাধব	৬০	শ্রীগুরুচরণপদ্ম	৪২
জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ	৬৩	শ্রীহরি-বাসরে	৯৮
জয়রে জয়রে জয় গৌর	২২	সংসার-দাবানল-লীঢ-লোক	৩৫
জয় শচী-নন্দন	১৮	সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং	৭৪
জীব জাগ, জীব জাগ	২৮	হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ	১০৩
ঠাকুর-বৈষ্ণব-গণ	৪৫	হরিবল হরিবল	৯২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়াঃ সদা হরিঃ॥

(শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)

“যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।”